খুব অল্প খরচে
যে কোনো বাংলা, ইংরাজী ও হিন্দি পত্রিকায় খুব কম খরচে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়।
নাম চেঞ্জ, বিজ্ঞপ্তি, হারানো প্রাপ্তি, পাত্রপাত্রী, কর্মখালি
আনন্দবাজার পত্রিকা The Telegraph THE TIMES OF INDIA দৈনিক যুগশঙ্খ
বর্তমান সংবাদ প্রতিদিন সন্মার্গ প্রভাত খবর
9232633899 THE ECHO OF INDIA

স্থানীয় নির্ভিক সাপ্তাহিক সংবাদপত্র
সার্বভৌম সমাচার
RNI Regn. No. WBBEN/2017/75065 ❑ Postal Regn. No.- Brs/135/2020-2022 ❑ Vol. 08 ❑ Issue 13 ❑ 13Ë Jun, 2024 ❑ Weekly ❑ Thursday ❑ ₹ 3

নতুন সাজে সবার মাঝে
শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত
ALANKAR
অলঙ্কার
সরকার অনুমোদিত ২২/২২ ক্যারেট K.D.M সোনার গহনা নির্মাতা ও বিক্রেতা
যশোহর রোড • বনগাঁ
M : 9733901247

ভোট মিটতেই ধূর পাচারের রমরমা

প্রতিনিধি ঃ লোকসভার ভোট পর্ব মিটতেই বাগদা সীমান্ত দিয়ে রমরমিয়ে শুরু হয়েছে ধূর পাচার। পুলিশের চোখ এড়িয়ে শয়ে শয়ে বাংলাদেশী দালাল ধরে এদেশে ঢুকে পড়ছে; আবার ভারত থেকে বাংলাদেশে চলে যাচ্ছে বলে অভিযোগ। তাদের মধ্যে দুষ্কৃতী কিম্বা জঙ্গি সংগঠনের লোক আছে কিনা তা নিয়ে উদ্বিগ্ন সীমান্ত এলাকার মানুষজন। ভোট চলাকালীন নিরাপত্তা অনেক আটোসাটো ছিল। ভোট মিটেই তা অনেকটাই শিথিল হয়েছে বলে জানাচ্ছেন বাসিন্দারা। অভিযোগ, দৈনিক শয়ে শয়ে বাংলাদেশি এদেশে ঢুকে পড়ছে। পুলিশের একাংশের সঙ্গে পাচারকারীদের আঁতাত রয়েছে বলে অভিযোগ।

বাগদা সীমান্তে ধৃত ২৬ জন বাংলাদেশি সহ ২ দালাল

বাগদা পুলিশের হাতে ধরা পড়া অনুপ্রবেশকারীরা। ছবি ঃ নিজস্ব

শুক্রবার বিকেলে ও শনিবার সকালে ভারত থেকে চোরাপথে বাংলাদেশে যাওয়ার সময় বাগদার রনঘাট এলাকা থেকে ২৬ জন বাংলাদেশীকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। পাচারের অভিযোগে ২ ভারতীয় দালালকেও গ্রেফতার করেছে পুলিশ। পুলিশ জানিয়েছে, ধৃতরা সকলেই ভারত থেকে চোরাপথে বাংলাদেশে যাবার জন্য এসেছিল। এর মধ্যে একাধিক মহিলা রয়েছে। ধৃত মহিলারা ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে পরিচারিকার কাজ ও পুরুষরা দিনমজুরের কাজ করছিল। তারা দালাল ধরে চোরাপথে বাংলাদেশে যাবার জন্য রনঘাট সীমান্তে এসেছিল। খবর পেয়ে অভিযান চালিয়ে তাদের আটক করে পুলিশ।

স্থানীয়রা জানিয়েছে, বাগদার রনঘাট সীমান্তের অনেক এলাকায় কাঁটাতার নেই। সেই সুযোগ নিয়ে বিএসএফের চোখ ফাঁকি দিয়ে চলে গরু পাচার ও মানব পাচারের রমরমা কারবার। কয়েক মাস আগে গরু পাচার নিয়ে সরব হয়েছিল স্থানীয় কৃষকেরা।

স্থানীয়দের বক্তব্য, লোকসভা নির্বাচনের দিন কয়েক আগ থেকে সীমান্ত দিয়ে পাচারের ঘটনা অনেকটাই কমেছিল। লোকসভা ভোট মিটতেই ফের চোরাপথে বাংলাদেশীদের যাতায়াত বেড়েছে ওই এলাকা দিয়ে। প্রশাসন সম্পূর্ণ তৎপর না হলে কোনভাবেই এই পাচার বন্ধ হবে না।

এ বিষয়ে বনগাঁ সাংগঠনিক জেলার বিজেপি সভাপতি দেবদাস মন্ডল বলেন, 'বাগদা থানার পুলিশকে পয়সা দেয়নি, তাই এখন ধরেছে। বাগদা থানার আধিকারিক না জানলে এসব হয়? সবটাই হচ্ছে রনঘাট এলাকা দিয়ে এবং একাংশের পুলিশের মদতে। এদের মধ্যে উগ্রপন্থী দুষ্কৃতীও তো থাকতে পারে। যা আমাদের ভারতের নিরাপত্তার ক্ষেত্রে খুব বিপদজনক।

তৃণমূলের বনগাঁ সাংগঠনিক জেলা সহ-সভাপতি প্রসেনজিৎ ঘোষ বলেন, যারা ধরা পড়েছে, তারা ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে শ্রমিক ও পরিচারিকার কাজ করতো। তারা ফিরে যাচ্ছিল, পশ্চিমবঙ্গ পুলিশ, বাগদা থানার পুলিশ গ্রেফতার করেছে। চোরাপথে যখন এরা এদেশে আসছে, বিএসএফ তখন সহযোগিতা করছে। রাজ্য পুলিশ সক্রিয়তার সঙ্গে গ্রেফতার করছে। এটা বিরোধী দল দেখতে পাচ্ছে না।

বিজেপি নেতাদের বিরুদ্ধে পোস্টার পড়লো বাগদায়, গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের কটাক্ষ তৃণমূলের

প্রতিনিধি ঃ বাগদায় নির্বাচনের দিন ঘোষণা হতেই বিজেপি নেতাদের নামে পোস্টার পড়লো বিভিন্ন এলাকায়।

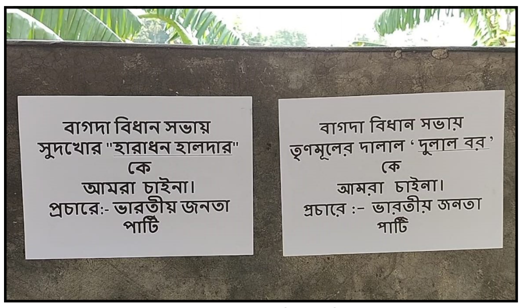
বাগদা বিধান সভায়
সুদখোর "হারাধন হালদার"
কে
আমরা চাইনা।
প্রচারে:- ভারতীয় জনতা পার্টি
বাগদা বিধান সভায়
তৃণমূলের দালাল 'দুলাল বর'
কে
আমরা চাইনা।
প্রচারে :- ভারতীয় জনতা পার্টি

মঙ্গলবার সকালে দেখা গেছে বিজেপি নেতা হারাধন হালদার এবং বাগদার প্রাক্তন বিধায়ক দুলাল বরের নামে পোস্টার মারা হয়েছে। দুটি পোস্টারে বিষয়বস্তু মূলত উপনির্বাচনে তাদেরকে যেন প্রার্থী করা না হয়।

একটি পোস্টারে লেখা আছে মহা সংঘের বাগদা বিধানসভায় সুদখোর হারাধন হালদারকে আমার চাই না। এবং আরেকটি পোস্টারে লেখা আছে বাগদা বিধানসভায় তৃণমূলের দালাল দুলাল বরকে আমরা চাইনা। প্রচারে ভারতীয় জনতা পার্টি। পোস্টারটি লক্ষ্য করা গিয়েছে বাগদা বিধানসভার আষাঢু, জিয়ালা মোড়, চোয়াটিয়া সহ একাধিক জায়গায়।

যদিও চুয়াটিয়া বাজার থেকে পরে পোস্টারগুলি খুলে ফেলা হয়। এই ঘটনা নিয়ে রাজনৈতিক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। হারাধন হালদার বাগদার হেলেঞ্চা এলাকার বাসিন্দা। তিনি বাগদা ব্লক মতুয়া মহাসংঘের সভাপতি। পাড়ায় বিজেপি নেতা বলে পরিচিত। দুলালবর বাগদা বিধানসভার প্রাক্তন বিধায়ক। পোস্টারের বিষয়ে দুলাল বাবু কোনো বক্তব্য দিতে অস্বীকার করলেও হারাধন বাবু বলেন ' এটা বিরোধীদের চক্রান্ত । লোকসভায় বাগদায় অনেক ভোটে হেরেছে, তাই আমাদের মধ্যে দ্বন্দ্ব প্রমাণ করার চেষ্টা করছে।

এই ঘটনাকে বিজেপির গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব বলে কটাক্ষ তৃণমূলের। বাগদা পশ্চিম ব্লকের তৃণমূলের সভাপতি অঘোর চন্দ্র হালদার বলেন, গতকাল নির্বাচন

তৃতীয় পাতায়...

বিজেপি কর্মীদের মারধরের অভিযোগ, অস্বীকার তৃণমূলের

প্রতিনিধি ঃ গভীর রাতে মারধরের ঘটনায় উত্তেজনা ছড়ালো। এক বিজেপি কর্মী ও তার পরিবারের সদস্যদের মারধর করে খুনের চেষ্টার অভিযোগও উঠেছে। বাগদার কোনিয়াড়া ২গ্রাম পঞ্চায়েতের চুয়াটিয়া এলাকায় এই ঘটনায় রাজনৈতিক রং লাগল।

বিজেপির অভিযোগ, প্রধানমন্ত্রীর শপথ গ্রহণের রাতে এলাকায় অনুষ্ঠান করা হয়েছিল। লাড্ডু বিতরণ করা হয়েছিল। সেখানে এলাকার তৃণমূলের কয়েকজন মৃণাল কান্তি বিশ্বাস ও তার পরিবারের লোকজনদের যেতে বারণ করেছিল। তা না শোনায় সেই আক্রোশে গভীর রাতে তাদের বাড়িতে চড়াও হয়ে মারধর করা হয়েছে। যদিও তৃণমূল অভিযোগ অস্বীকার করেছে।

তৃণমূলের বাগদা পশ্চিম ব্লক সভাপতি অঘোরচন্দ্র হালদার বলেন, 'এলাকার মধ্যে একটি শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে অশান্তি । এর সঙ্গে রাজনীতির কোন সম্পর্ক নেই। আমাদের দলের কেউ এসব ঘটনার সঙ্গে যুক্ত থাকে না।

তৃতীয় পাতায়...

ঋতু মেঘা হোটেল এবং রেস্টুরেন্ট
আবাসিক ।। শীততাপ (AC) নিয়ন্ত্রিত।
এখানে চাইনিজ ফুড সহ বিভিন্ন খাবারের ব্যবস্থা রয়েছে।
২৪ ঘন্টাই খোলা
চাঁদপাড়া দেবীপুরস্থিত যশোর রোড সংলগ্ন কৃষি মান্ডির পাশে।
চাঁদপাড়া, গাইঘাটা, উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত।
Shifting Time সকাল ১০টা থেকে পরের দিন সকাল ১০টা।
যোগাযোগ: 9332224120, 6295316907, 8158065679

Behag Overseas
Complete Logistic Solution
(MOVERS WHO CARE)
MSME Code UAM No.WB10E0038805
ROAD - RAIL - BARGE - SEA - AIR
CUSTOMS CLEARANCE IN INDIA
Head Office : 48, Ezra Street, Giria Trade Centre,
5th Floor, Room No : 505, Kolkata - 700001
Phone No. : 033-40648534
9330971307 / 8348782190
Email : info@behagoverseas.com
petrapole@behagoverseas.com
BRANCHES : KOLKATA, HALDIA, PETRAPOLE, GOJADANGA, RANAGHAT RS., CHANGRABANDHA, JAIGAON, CHAMURCHI, LUKSAN, HALDIBARI RS, HILI, FULBARI

স্থানীয় নির্ভিক সাপ্তাহিক সংবাদপত্র
সার্বভৌম সমাচার
বর্ষ ০৮ ❒ সংখ্যা ১৩ ❒ ১৩ জুন, ২০২৪ ❒ বৃহস্পতিবার

ধর্মীয় ভাবাবেগ ভোটদানের সঠিক পন্থা নয়

সদ্য লোকসভা নির্বাচনের ফল প্রকাশিত হয়েছে। কাঙ্খিত ফল না পেলেও তৃতীয়বারের জন্য নরেন্দ্র দামোদর দাস মোদী প্রধানমন্ত্রী পদে আসীন হয়েছেন। দেশের মানুষ মুখিয়ে আছে 'অচ্ছে দিন' এর জন্য। যাক! আমরা অর্থাৎ জনগণ 'অচ্ছে দিন'-এর অপেক্ষায় রইলাম। কিন্তু পরের কথা হলো ভোট যুদ্ধ যেন শেষ হতেই চাইছে না। নতুন করে উপ-নির্বাচনের দিন ঘোষণা হয়েছে। শূণ্য আসনগুলির মধ্যে আছে উত্তর ২৪ পরগণার বাগদা বিধানসভা ক্ষেত্র। কেন্দ্রটি মতুয়া অধ্যুষিত। তাই বিভিন্ন রাজনৈতিক দল চিন্তায় থাকে প্রার্থী নিয়ে। কাকে প্রার্থী করলে ভোট বৈতরণী পার হওয়া যাবে— এটা একটা বড় কথা। ঠাকুরনগরের ঠাকুরবাড়ি! বাড়িটার প্রতি বাগদা কেন্দ্রের মানুষের একটা বড় দুর্বলতা! এই দুর্বলতাকেই কাজে লাগায় বাংলা প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী দুই রাজনৈতিক দল। বিগত কয়েক নির্বাচনে এই ফর্মুলাকেই কাজে লাগিয়ে পার হয়েছে ভোট বৈতরণী। জনশ্রুতি আছে— মধুপর্ণা ঠাকুর অর্থাৎ বর্তমান রাজ্য সভার সাংসদ মমতা ঠাকুরের মেয়ে এবং কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী শান্তনু ঠাকুরের স্ত্রী সোমা ঠাকুরই প্রার্থী হতে পারে। এবার কথা হচ্ছে— আখেরে লাভ হচ্ছে কাদের? দুর্বলতার সুযোগে ঠাকুরবাড়ী হয়ে উঠেছে রাজতন্ত্রের পরকাষ্ঠা। আর রাজনৈতিক দলগুলি বাড়িয়ে চলেছে তাদের আসন সংখ্যা। ভোট শেষ হলে সাধারণ জনগণ যে কে সেই। তাই দুর্বলতার সুযোগ খুঁজে নয়, প্রকৃত যোগ্যতম ব্যক্তিই হোক প্রার্থী। আর ভোটদান হোক ধর্মের উর্দ্ধে গিয়ে সঠিক সাবলীল চিন্তার মাধ্যমে।

ও পরাণ ছাড়িয়া না যাও মোরে

দেবাশিস রায়চৌধুরী

[প্রতিনিয়ত মাথা নিচু করে হাঁটতে হাঁটতে এতদিন সে শুধু মাটি দেখেছে। রাস্তায় চোখ রেখে চিনেছে অজস্র পায়ের মানচিত্র। এভাবেই পড়া হয়ে গেছে ছোটো বড় পায়ের বিচিত্র ভূগোল। তখন তার চারপাশে সবাই ব্যস্ত ছিল পদপল্লব উপাসনায়। সে নিজেও তো এই সিলেবাসের ছাত্র ছিল। পরিচিত পাঠাভ্যাসে, হেঁটমুণ্ড উর্ধপদ সে কখনও আকাশ দেখেনি। কোনও পান্থশালায় একটু জিরিয়ে নেওয়ার সময় সে পায়নি। আজ পথের প্রান্তদেশে এসে হঠাৎ তার পদস্খলন হল।

এখন চিৎপাত শুয়ে এক পান্থ দেখছে তার মাথার উপর অনন্ত আকাশ। কী অপার মহিমা তার !

এবার দু'হাত মাটিতে রেখে উঠে দাঁড়াচ্ছে সটান। ছটফটিয়ে উঠছে পা। পথ ডাকছে। ডাকছে সিলেবাসের বাইরের এক অন্য জীবন। সে এখন প্রান্ত পথের পান্থ। সেই অচেনা-অজানা জীবন তাকে দেখতে হবে, ছুঁতে হবে, ঘ্রাণ নিতে হবে। তারপর লিখে রাখতে হবে পথের কথা, পান্থজনের টুকরো সংলাপ, প্রান্তবাসীর ঘর গেরস্থালীর নিত্য যাপনকথা। যা কখনও হয়ে উঠতে পারে স্বপ্নকথা, হয়তো বা কল্পকথা।]

আপন মনে পথ চলছিল পান্থ। হঠাৎ কিছুটা দূরে শোরগোলের আওয়াজ শুনে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। একটু এগিয়ে যেতেই একটা ছোটখাটো জটলা। একটা ভ্যানরিকশা দাঁড়িয়ে, তার পাশেই একটা লোক দাঁড়িয়ে, তার পরনে লুঙ্গি, খালি গা, মাথায় কাঁধ পর্যন্ত ঝাঁকড়া চুল। তীব্র গরমে দরদর করে ঘামছে আর মুখে অনর্গল গালাগাল করে চলেছে। কাকে গালাগাল করছে, কেনই বা করছে? একটু দাঁড়িয়ে বুঝে ওঠার চেষ্টা করল পান্থ। যা বুঝলো, তা হল ভ্যান চালিয়ে লোকটার রুটিরুজি হুল৯ল। তাকে কেউ 'পড়ে?', বলে আওয়াজ দিলে ক্ষেপে যায়। কখনও কখনও ভ্যান চালাতে চালাতেই যে বলেছে তাকে উদ্দেশ্য করে আশ্রাব্য গালাগালি করে। কখনও বা রাস্তায় ভ্যান দাঁড় করিয়ে দিয়ে এইরকম চিৎকার চেঁচামেচি করে। খোঁজ নিয়ে পান্থ যা জানল, ওই লোকটির নাম পরাণ। ভারী সুন্দর নাম। মুখটাও খুব মিষ্টি কিন্তু এই মুহূর্তে হিংস্রতায় ভরা। এই পরাণ নামটাকে কারা বিকৃত করে 'পড়ে?',করল এবং 'পড়ে?', বলে তাকে ডাকলে বা তার সামনে "পড়ে" শব্দটি উচ্চারণ করলে সে হঠাৎ উন্মাদের মতো আচরণ শুরু করে কেন বোঝা দায়!

পান্থ লক্ষ্য করল জটলার মধ্যে স্কুল-কলেজের ছেলেরা, আশপাশের দোকানদার, পথচলতি বেশ কয়েকজন ভদ্রগোছের মানুষ। তাদের কয়েকজনকে পান্থ ভালোভাবে চেনে। তারা সকলেই বেশ দাঁত বার করে মজা নিচ্ছে। জটলার মধ্যে থেকে ছোট বাচ্চা থেকে দোকানদার। জটলা থেকে মাঝেমধ্যেই 'পড়ে?', বলে জোর চিৎকার উঠছে,সেই চিৎকারে ক্ষেপে গিয়ে ভ্যানচালকটি চোখ মুখ লাল করে যেদিক থেকে আওয়াজ আসছে সেই দিকে তাকিয়ে ভিতরের যত বিষ তার কথার মধ্যে দিয়ে উগরে দিচ্ছে। রাস্তায় ভিড় জমে যাওয়ায় একটা সিভিল পুলিশ এসে লোকটাকেই ধাক্কা মারল," হট এখান থেকে। রাস্তার মাঝখানে গাড়ি থামিয়ে মজাকি হচ্ছে?", লোকটা ঘুরে কিছু বলতে গিয়েও থমকে গেল তারপর ভ্যানে উঠে চালান শুরু করল। পিছনে পড়ে রইল অজস্র হাহাহুহু হাসি, দুই একটা সিটি আর 'পড়ে?, পড়ে?',চিৎকার।

পান্থ কিছুক্ষণ হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়েছিল। ভ্যানটা চলে যেতেই ভিড় পাতলা হয়ে গেল। দাঁড়িয়ে থাকা লোকগুলো হাসি হাসি মুখ করে, যেন ভীষণ মজাদার একটা কার্টুন শো উপভোগ করল এই ভঙ্গিতে যে যার কাজে এগিয়ে গেল। হঠাৎ "পান্থ", বলে কেউ ডেকে উঠল। অতনু যে ভিড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে ছিল পান্থ খেয়াল করেনি। তার ডাকে সাড়া দিয়ে এগিয়ে গেল। অতনু বলল, "চল চা খাই"। চায়ের দোকানে বসে পান্থ বলল,"সবাই লোকটাকে এরকমভাবে ক্ষেপায় কেন বলত? খুব একটা মজার প্রশ্ন শুনছে এইভাবে অতনু উত্তর দিল, ও ক্ষেপে যায় কেন? ক্ষেপে যায় বলেই লোকে মজা করার জন্য ওকে দেখলেই 'পড়ে?', 'পড়ে?', বলে ডাকে। জানিস, লোকটার বউ ভেগে গেছে। তার কারণ অবশ্য..." বলে অতনু একটা অশ্লীল ইঙ্গিত করল, "হয়তো সেজন্যই ওর নাম 'পড়ে?', হয়েছে।" খুব আশ্চর্য হয়ে পান্থ জিজ্ঞেস করল, "তোরও কি মজা লাগে?" দাঁত বার করে হাসল অতনু, "মজা লাগবে না কেন? নিছক মজা ছাড়া আর কিছু তো নয়। কেউ তো আর ওকে মারছে না শুধু 'পড়ে?', বলে। ও ক্ষেপে যায়। এটা একটা নির্দোষ আনন্দ বলতে পারিস।" পান্থ উত্তরে কিছু বলতে পারল না। শুধু বলল, "তুই তো কবিতা লিখিস। একটা কবিতা লিখে নিশ্চয়ই এখন আনন্দ পাস না, তাই এইরকম আনন্দ খুঁজে বেড়াস তাই তো?" অতনু কথাটা গায়ে মাখল না। কয়েকদিন পর বাজারে ভর্তি ব্যাগ হাতে দাঁড়িয়ে ছিল পান্থ। তাকে দেখে এগিয়ে এল পরাণ, "বাবু যাবেন নাকি?", "হ্যাঁ", বলে সে ভ্যানে উঠে বসল। যেতে যেতে কথা হচ্ছিল, "পরাণ, এখন পর্যন্ত আয়পত্তর কেমন হল?" কিছুটা অবাক হয়ে সে উত্তর দিল, "আপনি আমার এই নামটা জানলেন কেমন করে? জানি। ইচ্ছে করলেই জানা যায়। আবার এ কথাও জানি যে তোমাকে অন্য একটা নামে ডাকলে তুমি ভীষণ রেগে যাও।" খানিকটা রেগেই উত্তর দিল পরাণ, "রাগব না কেন বলেন? বাপ মায়ের দেওয়া নাম যদি কেউ উল্টাপাল্টা করে রোজ ডাকে তাহলে কার না রাগ হয়?", "এইতো, সঠিক কথা বলেছ। এত সুন্দর একটা নাম তোমার বাবা-মা দিয়েছেন, তোমাকে কেউ অন্য নামে ডাকলে রাগবে কেন? উত্তরই বা দেবে কেন? ওটা তো তোমার নাম নয়।"এড়িয়ে যাবে। শুনেও না শোনার ভান করে চলে যাবে। দেখবে তুমি উত্তর না দিলে ওরা আর মজা খুঁজে পাবে না। মজা না পেলে কিছুদিন পর ওই নামে ডাকা বন্ধ করে দেবে।"এইসব কথাবার্তা বলতে বলতে কালীবাড়ির সামনে দিয়ে যাওয়ার সময় পান্থ দেখল একজন হাফনেতা লুঙি আর গেঞ্জি পরে চ্যালাচামুন্ডাদের কিছু বোঝাচ্ছে। ওদের মধ্যে থেকে কেউ একজন 'পড়ে?', বলে আওয়াজ দিল। পান্থ মুখ ফিরিয়ে দেখল, সেই হাফনেতা চোখের ইশারায় আবার বলতে বলছে। পরাণও পিছন ফিরে কিছু উত্তর দিতে যাচ্ছিল। পান্থ তার পিঠে হাত দিতে সে চুপ করে গেল। তবে বেশ রাগ দেখিয়ে বলল, " আপনি প্যাসেঞ্জার। বারণ করলেন তাই কিছু বললাম না। অন্য সময় হলে মজা বুঝিয়ে দিতাম। জানেন ওই শালা আজ নেতাগিরি দেখায়, আগে কি করত? আগে রেশনের দোকানে কাজ করত। তখন ওজনে লোকের মাল কেটে কম দিত। লোকে ওকে 'কাটাকেষ্ট' বলে ডাকত। শেষে একদিন মালিক তাড়িয়ে দিল তারপর সিনেমা হলে টিকিট ব্ল্যাক করত। আচ্ছা ওকে যদি রোজ 'কাটাকেষ্ট' বলে ডাকি, ব্যাটার মানসম্মান থাকবে?" "ছেড়ে দাও" বলতে বলতে পান্থ বাড়িতে নেমে পড়ল।

চলবে...

প্রতিধ্বনির বিশ্বপরিবেশ দিবস উদ্‌যাপন

নীরেশ ভৌমিকঃ গত ৫ জুন বৃক্ষ রোপন ও বৃক্ষচারা বিতরনের মধ্য দিয়ে বিশ্ব পরিবেশ দিবস উদ্‌যাপন করে ঠাকুরনগরের অন্যতম প্রতিধ্বনির সাংস্কৃতিক সদস্যগণ। এদিন সংস্থার তরফে কবি বিনয় মজুমদারের বাসভবন প্রাঙ্গনে বেশ কিছু ফুল ও ফলের চারা রোপন করেন। পরে রাস্তার ধারেও কিছু বৃক্ষের চারা রোপন করেন। সংস্থার সভাপতি শিক্ষক জয়দেব হালদার ও সম্পাদক পার্থপ্রতিম দাসের নেতৃত্বে সংস্থার সদস্যগণ এদিন বৃক্ষচারা রোপন ছাড়াও পথচলতি মানুষজনের হাতে বৃক্ষের চারা তুলে দেন এবং পরিচর্যা করে বড় করে তোলার আহ্বান জানান। এদিনের কর্মসূচীতে সহযোগিতা করেন সংস্থার প্রতিষ্ঠাকালের সদস্য শিক্ষক সুশান্ত বিশ্বাস ও গৌরাঙ্গ হালদার প্রমুখ।

পৃথিবীতে প্রথম জলের উৎস গ্রহাণুর হাত ধরে

অজয় মজুমদার

গত সপ্তাহের পর

পৃথিবীতে সমুদ্রের জলের জন্য ডিউটেরিয়াম থেকে হাইড্রোজেন অনুপাত ১.৫৫৭৬ ± ০.০০০৫) × ১০৪ (টেন টু দি পাওয়ার ফোর) হিসাবে খুব সুনির্দিষ্ট ভাবে পরিচিত। এই মানটি পৃথিবীর জলাধারগুলিতে অবদান রাখে এবং সমস্ত উৎসের প্রতিনিধিত্ব করে এবং পৃথিবীর জলের উৎস বা উৎস শনাক্ত করতে ব্যবহৃত হয়।

পৃথিবীতে জলের ইতিহাস ঃ বায়ুমণ্ডলে H_2O অনুগুলি ফোটোলাইসিসের দ্বারা বিভক্ত হয় এবং এর ফলে মুক্ত হাইড্রোজেন পরমাণু গুলি কখনো কখনো পৃথিবীর অভিকর্ষীয় টান থেকে বাঁচতে পারে। যখন পৃথিবী ছোট এবং কম বৃহদাকার ছিল, তখন জল আরও সহজে মহাকাশে হারিয়ে যেত ও হাইড্রোজেন এবং ইলিয়ামের মত হালকা-উপাদনগুলি বায়ুমণ্ডল থেকে প্রতিনিয়ত ফুটো হওয়ার আশা করা হচ্ছে। তবে আধুনিক বায়ুমন্ডলে ভারী মহৎ গ্যাসের আইসোটোপিক অনুপাত থেকে বোঝা যায় যে, প্রাথমিক বায়ুমন্ডলে ভারী উপাদানগুলির উল্লেখযোগ্য ক্ষতির স্বপক্ষে ছিল। বিশেষ করে জেনেন সময়ের সাথে সাথে জলের ক্ষতির হিসাব করার জন্য উপযোগী। তবে আধুনিক বায়ুমন্ডলে এর নয়টি স্থিতিশীল আইসোটোপের প্রাচুর্যের মধ্যে তুলনা করলে দেখা যায় যে, পৃথিবী অন্তত একটি মহাসাগরের জল হারিয়েছে। হেডেন এবং আর্কিয়ান যুগের মধ্যে।

মহা-তুষার যুগ : মহা তুষার যুগ কথাটি ভ্রান্তিমূলক হলেও পৃথিবীতে হিমবাহ একবার আসেনি, এসেছিল একাধিকবার। আবার নৈসর্গিক কারণে কখনো তা মন্থর হয়ে সাময়িক গ্রীষ্ম বা আদ্রতা এসেছিল। এই ঘটনা প্লিস্টোসিন উপযুগে ঘটেছিল বলে প্লিস্টোসিন যুগকে তুষার যুগ বলা হয়।

তুষার যুগের বৈশিষ্ট্য হল পৃথিবীর আবহাওয়া হঠাৎ ঠান্ডা হতে আরম্ভ করে ভূপৃষ্ঠের নদী, জল ঠান্ডা হতে হতে বরফে পরিণত হয়। পাহাড় পর্বতের অর্থাৎ আল্পাস বা হিমালয়ের মাথায় বরফ জমতে থাকে এবং একসময়ে বিস্তৃত অঞ্চল জুড়ে ধীরে ধীরে তা চলতে শুরু করে, পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে হিমবাহ তার হিমাঙ্করেখা অতিক্রম করে নীচে প্রাণী ও উদ্ভিদ জগতের মধ্যে এসে পড়ে, এরপর আসে সাময়িক বিরতি ও ড: পেঙ্ক ও ব্রুকনার আল্পাস পর্বতমালার অনুসন্ধান করে অন্ততঃ চারবার মহা তুষার যুগের প্রচন্ডতা ও তিনবার সাময়িক গ্রীষ্ম বা আদ্রতার পরিচয় পান। তাঁরা চারটি নদীর নাম অনুসারে এই মহা-হিমবাহের নামকরণ করেছেন, যথাক্রমে ১)গুনজ(Gunz), ২) মিনডেল (Mindel), ৩) রিস (Riss) ৪) উরম (wurm) আবার অন্তর্বর্তীকালীন আদ্রতার নাম দেওয়া হয়েছে--- ১) গুনজ-মিন্ডেল (Gunz-Mindel) , ২) মিন্ডেল-রিস (Mindel-Riss), ৩) রিস-উরম(Riss-wurm)। মহা হিমবাহ অঞ্চলে অঞ্চলের বাইরে এই হিমবাহ ও আদ্রতা পৌঁছায়নি বা হিমবাহের প্রমাণ পাওয়া যায় কে সেই অঞ্চল, অহিমবাহ অঞ্চল (Periglacial region) বলে।এই অঞ্চলেও কিন্তু হিমবাহের প্রচণ্ডতা ও আদ্রতার অনুরূপ বৃষ্টি এবং গ্রীষ্ম দেখা গিয়েছিল। হিমবাহের (Glacial) এবং আদ্রতার(Interglacial) স্থায়িত্বকাল সমান নয়, যেমন দ্বিতীয় আন্ত: তুষার যুগ বা আর্দ্রতার স্থায়িত্ব ছিল দু লক্ষ চল্লিশ হাজার বছর। প্রথম ও তৃতীয় আন্তঃ তুষার যুগ বা আর্দ্রতার স্থায়িত্ব কাল ছিল ৬০ হাজার বছর করে। তুষার যুগের সময়ও আবহাওয়া এক থাকেনি। আবহাওয়ার সাময়িক পরিবর্তন ঘটেছিল। যেমন চতুর্থ হিমবাহ বা উরম একবার এসে সাময়িক বিরতির পর আবার এসেছিল। প্রায় ২৫ হাজার বছর পূর্বে চতুর্থ তুষার যুগের পরিসমাপ্তি ঘটেছিল। পৃথিবীতে যদি আবার মহা-হিমবাহের সম্ভাবনা থাকে তাহলে পৃথিবীতে এখন আন্তঃ তুষার যুগ চলছে। আবারও মহাতুষার যুগ আসতে পারে। সুতরাং বলা যায় পৃথিবীতে কখনো জলের অভাব হবে না।... **সমাপ্ত**

স্থানীয় নির্ভিক সাপ্তাহিক সংবাদপত্র
সার্বভৌম সমাচার
বিজ্ঞাপনের জন্য
যোগাযোগ করুন-
৯২৩২৬৩৩৮৯৯

মতুয়াতেই কী আস্থা তৃণমূলের

বাগদার প্রার্থী মমতার মেয়ে মধুপর্ণা ?

প্রতিনিধি ঃ মতুয়াতেই আস্থা রাখবে তৃণমূল। শিগ্রই রাজ্যের চার বিধানসভা কেন্দ্রের প্রার্থী ঘোষণা করবে তৃণমূল। এই তালিকায় বাগদা বিধানসভায় সম্ভাব্য প্রার্থী করা হয়েছে তৃণমূলের রাজ্যসভার সাংসদ তথা মতুয়া মহাসংঘের সংঘাধিপতি মমতা ঠাকুরের ছোট মেয়ে মধুপর্ণা ঠাকুরকে।

বছর ২৫ এর মধুপর্ণা হরি গুরুচাঁদ কলেজ থেকে বিএসসি পাস করেছে। বর্তমানে তিনি এমএসসি পড়ছেন। পড়াশোনার পাশাপাশি রাজনীতিতেও এগিয়ে যেতে চান। মতুয়াদের জন্যও ঠাকুর বাড়িতে তাঁদের অধিকার নিয়ে লড়াই চলবে বলে জানিয়েছেন। তবে মা মমতা বালাই তাঁর পথ প্রদর্শক ও আদর্শ বলে জানিয়েছেন তিনি। প্রসঙ্গত, গত বিধানসভা নির্বাচনে বাগদা কেন্দ্র থেকে বিজেপির টিকিটে জয়ী হয়েছিলেন বিশ্বজিৎ দাস। তাঁকে এ বার বনগাঁ লোকসভা কেন্দ্রে প্রার্থী করে জোড়াফুল শিবির। লোকসভা ভোটে বিজেপি প্রার্থী শান্তনু ঠাকুরের কাছে প্রায় ৭৪ হাজার ভোটে পরাজিত হন বিশ্বজিৎ। বনগাঁ লোকসভা আসনে তৃণমূলের টিকিট পেয়ে বাগদায় বিজেপির বিধায়ক পদে ইস্তফা দেন তিনি। এবারও সদ্য সমাপ্ত লোকসভা ভোটে মতুয়া অধ্যুষিত বাগদা বিধানসভায় প্রায় ২০ হাজার ভোটে হেরে গিয়েছে তৃণমূল প্রার্থী বিশ্বজিৎ দাস। এবার ভোটে মতুয়া ভোটারদের কাছে টানতে সেই ঠাকুর বাড়িকেই কী হাতিয়ার করবে তৃণমূল। সে বিষয়ে মধুপর্ণা বলেন, 'বিজেপি ভুল বুঝিয়ে ভোটে জিতেছে। আমরা মতুয়ারা চাই নিঃশর্ত নাগরিকত্ব। প্রতিটি বাড়ি বাড়ি গিয়ে প্রচার করব। বাগদার বেশিরভাগ মতুয়া সম্প্রদায়ের মানুষ। ফলে এই উপনির্বাচনে আমরা জিতবই।' ঠাকুরবাড়ি থেকে প্রার্থী করা বিষয়ে বিজেপি বিধায়ক সুব্রত ঠাকুর বলেন, 'তৃণমূল কাকে প্রার্থী করবে, তৃণমূলের ব্যাপার। কিন্তু বাগদায় এবার আমাদের আরো বেশি ভোটের ব্যবধানে জয় হবে।

গোবরডাঙ্গা চিরন্তন এর কবি প্রণাম অনুষ্ঠান

প্রতিনিধি ঃ ৩১ মে সন্ধ্যেয় শুরু হল গোবরডাঙ্গা চিরন্তন আয়োজিত কবি প্রণাম অনুষ্ঠান। প্রদীপ প্রজ্জ্বলন এর মধ্যে দিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা করেন সংস্কার ভারতীর উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলা সভাপতি শাশ্বতী নাথ, অন্যান্য যারা প্রদীপ প্রজ্জলনে অংশগ্রহণ করেন তারা হলেন কবি পলাশ মন্ডল, সাংবাদিক সরোজ কান্তি চক্রবর্তী, পাঁচু গোপাল হাজরা এবং দলের পরিচালক অজয় দাস। দীপ মন্ত্র পরিবেশন করে গর্বিত দাস। সুপ্রীতি সুতার কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ এবং নজরুল ইসলামের সুন্দর দুটি উদ্বোধনী সংগীত পরিবেশন করেন। যারা কবিতা পরিবেশন করে তাদের মধ্যে রয়েছে আবৃতা কর, সোহন বিশ্বাস, কস্তুরী চক্রবর্তী, সোমা দত্ত বনিক এবং অন্যান্য শিশু কিশোর শিল্পীবৃন্দ। রবীন্দ্রনাথ এবং কাজী নজরুল ইসলামকে নিয়ে সুন্দর আলোচনা করেন কবি পলাশ মন্ডল, সাংবাদিক সরোজ কান্তি চক্রবর্তী এবং পাঁচু গোপাল হাজরা। নৃত্য প্রশিক্ষক জয়ন্ত বিশ্বাস এর পরিচালনায় গৌড়ীয় রীতি কলাশ্রম এর ছেলেমেয়েরা রবীন্দ্রনাথ এবং নজরুলের উপরে তিন খানি সুন্দর নৃত্য পরিবেশন করে। এছাড়া আরো যারা নৃত্য পরিবেশন করে তাদের মধ্যে রয়েছে ঋজু সাহা, রাজ মন্ডল। পূর্ব ঘোষণা অনুযায়ী ২৩-২৪ এবং ২৫শে এপ্রিল নাটকে গৌড়ীয় নৃত্যের প্রয়োগ এই বিষয়ে যে নাট্য কর্মশালা হয়েছিল সেই ২৩ জন শিক্ষার্থীকে এই অনুষ্ঠানে শংসাপত্র প্রদান করা হয়। শংসাপত্র প্রদান করেন সৃজনী সংস্থার কর্ণধার শংকর নন্দী। দুই কবিকে নিয়ে তার দু লাইনের একটি হৃদয় স্পর্শী গল্প পরিবেশন করেন এছাড়া দলের সদস্য আশীষ বিশ্বাস, রবীন্দ্রনাথ এবং কাজী নজরুল ইসলাম সম্পর্কে কিছু তথ্য নির্ভর ঘটনা দর্শকের উদ্দেশ্যে বর্ণিত করেন। বাচিক শিল্পী অর্ণব বিশ্বাসের দুটি অসাধারণ কবিতা দর্শক মন ছুয়ে গেছে এবং তিনিই সমগ্র অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন।

বিজ্ঞাপনের জন্য
যোগাযোগ করুন
৯২৩২৬৩৩৮৯৯
৭০৭৬২৭১৯৫২
৯১৩৪২২৮৫১৩

বিজেপি কর্মীদের মারধরের অভিযোগ

প্রথমপাতার পর...

আহত মৃণাল মিনাল কান্তি বিশ্বাসের পরিবারের লোকেরা জানিয়েছেন, 'পূর্বের আক্রোশ থেকে গতকাল রাত সাড়ে বারোটা নাগাদ এলাকার সুবীর হীরা, সাগর বিশ্বাস সহ কয়েকজন বাড়িতে লোহার রড নিয়ে চড়াও হয়। প্রথমে মৃণাল বাবুকে বেধড়ক মারধর করে। ঠেকাতে গেলে তার স্ত্রী, ছেলেকে মারধর করা হয়। বাঁশ, লোহার রডের আঘাতে দুজনের কান ফেটে যায়। এক প্রতিবেশি বিজেপি কর্মী ঠেকাতে গেলে তাকেও মারধর করা হয় বলে অভিযোগ। মৃণাল বাবু বলেন, 'মোদির শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান দেখতে যাওয়ার আক্রোশ থেকে মারধর করেছে। স্থানীয় বিজেপি নেতা বিদ্যুৎ সরকার বলেন, 'এলাকার তৃণমূলের লোকেরা বারণ অগ্রাহ্য করে বিজেপির অনুষ্ঠানে যাওয়ার আক্রোশ থেকে গতকাল রাতে বাড়িতে এসে বেধড়ক মারধর করে। চারজন জখম। থানায় মারধরের অভিযোগ জানানো হয়েছে। প্রশাসনকে অনুরোধ করব দোষীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে।

এই ঘটনার পর থেকে এলাকায় থমথমে পরিবেশ। পুলিশ ঘটনা তদন্ত শুরু করেছে।

স্বপ্নচরের পরিবেশ দিবস

প্রতিনিধি ঃ গত ৫ জুন বিশ্ব পরিবেশ দিবস উপলক্ষ্যে,জলপাইগুড়ির সবুজ চা বাগান ঘেরা কৃষিবাগান গ্রামে স্বপ্নচর (জলপাইগুড়ি শাখার)এর 'সহজ পাঠশালার' শিশু কিশোররা মিলে পালন করল বৃক্ষ রোপণ উৎসব। সামগ্রিক ভাবনা ও তত্ত্বাবধানে ছিলেন শিক্ষিকা সুদীপ্তা দাস। ঐ দিন উপস্থিত সকল শিশুদের হাতে মেহগিনির চারা তুলে দেওয়া হয়।

বিশিষ্ট অতিথি জলপাইগুড়ি চিত্তপট নাট্যসংস্হার কর্ণধার শ্রী শেখর মজুমদার শিশুদের মাঝে পরিবেশ সম্পর্কে মূল্যবান বক্তব্য তুলে ধরেন। শিশুদের সমবেত কন্ঠে বৃক্ষবন্দনার মধ্যে দিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা ঘটে। ছিল অঙ্কনমেলা।

পরিবেশ দিবস উপলক্ষ্যে শিশুদের ও গ্রামের মানুষের উৎসাহ এই দিনটিকে আরও তাৎপর্যপূর্ণ করে তোলে। স্বপ্নচরের নির্দেশক মহঃ সেলিম জানান, শিশুদের হাত ধরে সবুজের এই অতিক্রমণ চলুক। কঠিন মাটি সংস্কৃতির ছায়ায় ঢাকুক।

দৃষ্টির রবীন্দ্র নজরুল সন্ধ্যা

প্রতিনিধি ঃ দত্তপুকুর দৃষ্টি নাট্য সংস্থার উদ্যোগে সম্প্রতি পালিত হল রবীন্দ্র নজরুল সন্ধ্যা— ২০২৪। অনুষ্ঠানটি আয়োজিত হল 'দৃষ্টি'র নিজস্ব শিল্প চর্চা কেন্দ্র 'শিল্পশালা'য়। নিতান্তই স্বল্প সময়ে অনুষ্ঠানটির আয়োজন করা হলেও "দৃষ্টির" সকল সদস্যদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় ও বিভিন্ন গুণীজন সমাগমে অনুষ্ঠানটি একটি অন্য মাত্রা পায়। এদিন অনুষ্ঠানের সূচনা হয় শিল্পী অভিজিৎ দাস এর সঙ্গীতের মাধ্যমে এবং এরপর আমন্ত্রিত অতিথি বর্গ এবং "দৃষ্টি" র শিশু শিল্পীদের দ্বারা পরিবেশিত নাচ, গান, আবৃত্তিতে অনুষ্ঠানের সন্ধ্যাটি মুখরিত হয়ে ওঠে। এর সাথেই এই দিন মঞ্চস্থ হয় দত্তপুকুর দৃষ্টির দুটি অসাধারণ প্রযোজনা, নাটক - রবীন্দ্র জয়ন্তী, নাট্যকার- স্বপ্নময় চক্রবর্তী ও ভাবনা- ঐশী ভট্টাচার্য্য এবং রবীন্দ্রনাথ রচিত "একান্নবর্তী" ভাবনায় বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য। অনুষ্ঠানের শেষে দৃষ্টির কর্ণধার মাননীয় শ্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য্য একটি শিশু নাট্য কর্মশালার কথা ঘোষণা করেন, যেটি আগামী ৫ জুন থেকে চলবে ৯ জুন পর্যন্ত এবং কর্মশালাটির শেষে সকল অংশগ্রহণকারীর হাতে শংসাপত্র তুলে দেওয়া হবে। এদিনের সন্ধ্যায় আমন্ত্রিত সকলেই অনুষ্ঠানটির গুরুত্ব ও স্বার্থকতা নিয়ে ইতিবাচক মনোভাব পোষণ করেন।

গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের কটাক্ষ তৃণমূলের

প্রথমপাতার পর...

কমিশনের তরফে বাগদার উপনির্বাচনের দিন ঘোষণা করা হয়েছে। জানতে পেরেছি, বিজেপির টিকিটের জন্য ১৭-১৮ জন দাবিদার রয়েছে। এটা ওদের গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের ফল। ওদের নিজেদের লোকেরাই এসব করছে। আমাদের দল যাকে প্রার্থী করবে, আমরা তাকেই সমর্থন করব এবং তাকে নিয়ে প্রচারে নামবো। বাগদা মন্ডল ১ এর বিজেপি সভাপতি দিবাকর তরফদার বলেন, তৃণমূলের লোকেরা এই ঘটনা ঘটিয়েছে। দল যাকে প্রার্থী করবে আমরা সকলেই সমবেত ভাবে তার জন্য লড়াই করব।

দীর্ঘ ১৬ বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন
সবিতা অ্যাড এজেন্সি
বিজ্ঞাপনী অডিও প্রচারের জন্য যোগাযোগ করুন...
M. 9474743020

GRAPHICS MART
GRAPHICS MART
LAPTRONICS-5
এখানে খুবই কম খরচে
Laptop এবং Desktop
Repairing করা হয়।
* সকল প্রকার Repairing এর উপর
থাকবে One Month (একমাসের) গ্যারান্টি।
Mob. : 9836414449

B.B. SERVICE
BATTERY SOLUTIONS & REJUVENATION
Tetultala, Station Road, Rail Bazar, Bongaon, N 24 Pgs.
বনগাঁর মধ্যে সর্বপ্রথম ব্যাটারি রি-জেনারেশন সেন্টার খোলা হয়েছে। এখানে অত্যাধুনিক মেশিনের মাধ্যমে টোটো ব্যাটারি, ইনভার্টার ব্যাটারি, সোলার ব্যাটারি, কমার্শিয়াল ব্যাটারি, টাওয়ার ব্যাটারি এবং সমস্ত রকমের লিড অ্যাসিড যুক্ত পুরোনো ব্যাটারিকে খুবই স্বল্প মূল্যে ওয়ারেন্টি সহ নতুন জীবন ফিরিয়ে দেওয়া হয়। এছাড়া নতুন ব্যাটারি সঠিক মূল্যে পাওয়া যায়।
এই অত্যাধুনিক মেশিন নিয়ে ব্যবসা
আরম্ব করতে চাইলে যোগাযোগ করুন।
Mob. : 9733794879, 7908598264, 9332299000
ব্যাটারি টেস্টিং ফ্রি এবং ব্যাটারি লাইফ প্রসারণে 50% ছাড়

গোবরডাঙায় মুকুলিকার পঞ্চ কবি তর্পন ও যাত্রা শিল্পী সংবর্ধনা

নীরেশ ভৌমিক ঃ গত ৬ জুন গোবরডাঙার মুকুলিকা গানের স্কুল কর্তৃপক্ষ পঞ্চ কবি তর্পন এবং সেই সঙ্গে গুনীজন সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। এদিন সন্ধ্যেয় মুকুলিকার নিজস্ব মঞ্চে মঙ্গলদীপ প্রজ্জ্বোলন করে আয়োজিত কবি বন্দনার সূচনা করেন সংস্কার ভারতীর জেলা শাখার সভানেত্রী শাশ্বতী নাথ। সংগীত পরিবেশন করেন সুপ্রীতি সুতার। উদ্যোক্তারা এদিন স্বনামধন্য যাত্রা শিল্পী বর্ষিয়ান অঞ্জন ঘোষ রায়কে পুষ্পস্তবক, শাল ও মানপত্র প্রদান করে বিশেষ সংবর্ধনা জ্ঞাপন করেন। গলায় শাল পরিয়ে শুভেচ্ছা জানান সংস্থার সভাপতি শিক্ষক আস্তিক মজুমদার, মানপত্র তুলে দিয়ে শ্রদ্ধা জানান, মুকুলিকার সম্পাদিকা বিশিষ্ট সংগীত শিল্পী অনিমা দাস মজুমদার। প্রথিতযশা যাত্রাভিনেতা অঞ্জন বাবু তাঁর বক্তব্যে সুস্থ্য সংস্কৃতির চর্চা ও প্রসারে মুকুলিকা গানের স্কুলের প্রয়াসকে সাধুবাদ জানান।

এদিন বাংলা কাব্য সাহিত্য জগতের উজ্জ্বল নক্ষত্র রবীন্দ্র নজরুল ছাড়াও প্রথিতযশা কবি অতুল প্রসাদ, সেন, দ্বিজেন্দ্রলাল রায় ও রজনী কান্ত সেন এই পাঁচজন কবিকে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা হয়। শিক্ষিকা শাশ্বতী নাথ ছাড়ও মুকুলিকার এই মহতী উদ্যোগের উচ্চসিত প্রশংসা করে বক্তব্য রাখেন বিশিষ্ট কবি ও সাংবাদিক পাঁচুগোপাল হাজরা।

কবিতা আবৃত্তি করে শোনান কাব্য প্রেমী জবা কুন্ডু, সংগীত পরিবেশন করেন আকন মজুমদার। নৃত্য পরিবেশন করে মেদিয়া আঙ্গিকের শিক্ষার্থীরা। চাঁদপাড়া এ্যাক্টোর পরিচালক সুভাষ চক্রবর্তীর জাদু প্রদর্শনী উপস্থিত ছোট বড় সকলের মনোরঞ্জন করে। সবশেষে পরিবেশিত হয় মুকুলিকা প্রযোজিত ও সংগীত শিক্ষিকা অনিমা দাস মজুমাদার নির্দেশিত সকলের ভালো লাগার নাটক অথ দাঁড় পাল কথা। নাটকটি সমবেত দর্শক মণ্ডলীর প্রশংসা লাভ করে। সংস্থার কর্ণধার অনিমা দাস মজুমদারের পরিকল্পনায় এবং চয়ন দাস ও সৌভিক সরকারের সুচারু পরিচালনায় মুকুলিকা গানের স্কুল আয়োজিত এদিনের পঞ্চকবি তর্পন অনুষ্ঠান বেশ মনোগ্রাহী হয়ে ওঠে।

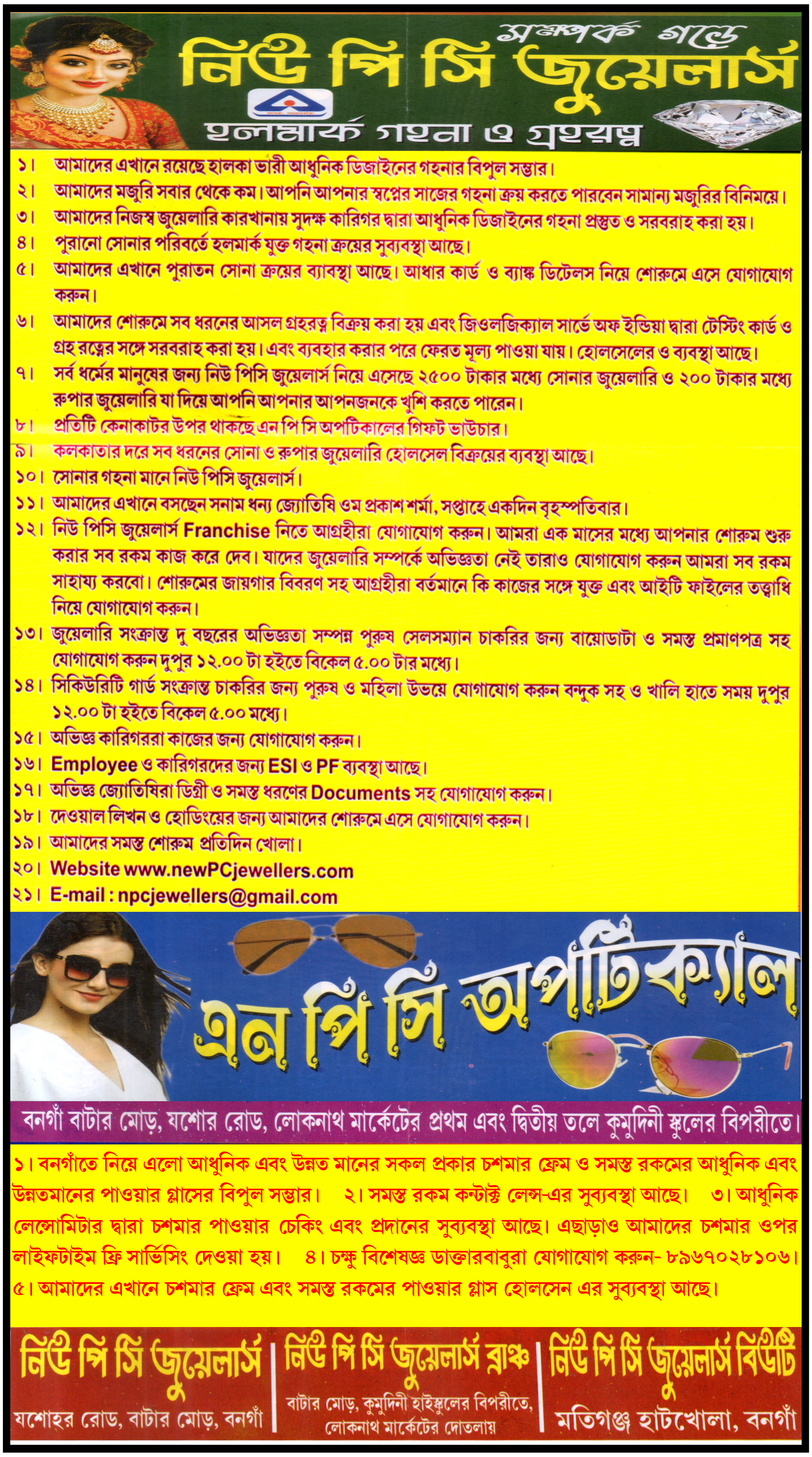
সম্পর্ক গড়ে
নিউ পি সি জুয়েলার্স
হলমার্ক গহনা ও গ্রহরত্ন

১। আমাদের এখানে রয়েছে হালকা ভারী আধুনিক ডিজাইনের গহনার বিপুল সম্ভার।
২। আমাদের মজুরি সবার থেকে কম। আপনি আপনার স্বপ্নের সাজের গহনা ক্রয় করতে পারবেন সামান্য মজুরির বিনিময়ে।
৩। আমাদের নিজস্ব জুয়েলারি কারখানায় সুদক্ষ কারিগর দ্বারা আধুনিক ডিজাইনের গহনা প্রস্তুত ও সরবরাহ করা হয়।
৪। পুরানো সোনার পরিবর্তে হলমার্ক যুক্ত গহনা ক্রয়ের সুব্যবস্থা আছে।
৫। আমাদের এখানে পুরাতন সোনা ক্রয়ের ব্যাবস্থা আছে। আধার কার্ড ও ব্যাঙ্ক ডিটেলস নিয়ে শোরুমে এসে যোগাযোগ করুন।
৬। আমাদের শোরুমে সব ধরনের আসল গ্রহরত্ন বিক্রয় করা হয় এবং জিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়া দ্বারা টেস্টিং কার্ড ও গ্রহ রত্নের সঙ্গে সরবরাহ করা হয়। এবং ব্যবহার করার পরে ফেরত মূল্য পাওয়া যায়। হোলসেলের ও ব্যবস্থা আছে।
৭। সর্ব ধর্মের মানুষের জন্য নিউ পিসি জুয়েলার্স নিয়ে এসেছে ২৫০০ টাকার মধ্যে সোনার জুয়েলারি ও ২০০ টাকার মধ্যে রুপার জুয়েলারি যা দিয়ে আপনি আপনার আপনজনকে খুশি করতে পারেন।
৮। প্রতিটি কেনাকাটর উপর থাকছে এন পি সি অপটিকালের গিফট ভাউচার।
৯। কলকাতার দরে সব ধরনের সোনা ও রুপার জুয়েলারি হোলসেল বিক্রয়ের ব্যবস্থা আছে।
১০। সোনার গহনা মানে নিউ পিসি জুয়েলার্স।
১১। আমাদের এখানে বসছেন সনাম ধন্য জ্যোতিষি ওম প্রকাশ শর্মা, সপ্তাহে একদিন বৃহস্পতিবার।
১২। নিউ পিসি জুয়েলার্স Franchise নিতে আগ্রহীরা যোগাযোগ করুন। আমরা এক মাসের মধ্যে আপনার শোরুম শুরু করার সব রকম কাজ করে দেব। যাদের জুয়েলারি সম্পর্কে অভিজ্ঞতা নেই তারাও যোগাযোগ করুন আমরা সব রকম সাহায্য করবো। শোরুমের জায়গার বিবরণ সহ আগ্রহীরা বর্তমানে কি কাজের সঙ্গে যুক্ত এবং আইটি ফাইলের তত্ত্বাধি নিয়ে যোগাযোগ করুন।
১৩। জুয়েলারি সংক্রান্ত দু বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন পুরুষ সেলসম্যান চাকরির জন্য বায়োডাটা ও সমস্ত প্রমাণপত্র সহ যোগাযোগ করুন দুপুর ১২.০০ টা হইতে বিকেল ৫.০০ টার মধ্যে।
১৪। সিকিউরিটি গার্ড সংক্রান্ত চাকরির জন্য পুরুষ ও মহিলা উভয়ে যোগাযোগ করুন বন্দুক সহ ও খালি হাতে সময় দুপুর ১২.০০ টা হইতে বিকেল ৫.০০ মধ্যে।
১৫। অভিজ্ঞ কারিগররা কাজের জন্য যোগাযোগ করুন।
১৬। Employee ও কারিগরদের জন্য ESI ও PF ব্যবস্থা আছে।
১৭। অভিজ্ঞ জ্যোতিষিরা ডিগ্রী ও সমস্ত ধরণের Documents সহ যোগাযোগ করুন।
১৮। দেওয়াল লিখন ও হোডিংয়ের জন্য আমাদের শোরুমে এসে যোগাযোগ করুন।
১৯। আমাদের সমস্ত শোরুম প্রতিদিন খোলা।
২০। Website www.newPCjewellers.com
২১। E-mail : npcjewellers@gmail.com

এন পি সি অপটিক্যাল
বনগাঁ বাটার মোড়, যশোর রোড, লোকনাথ মার্কেটের প্রথম এবং দ্বিতীয় তলে কুমুদিনী স্কুলের বিপরীতে।

১। বনগাঁতে নিয়ে এলো আধুনিক এবং উন্নত মানের সকল প্রকার চশমার ফ্রেম ও সমস্ত রকমের আধুনিক এবং উন্নতমানের পাওয়ার গ্লাসের বিপুল সম্ভার। ২। সমস্ত রকম কন্টাক্ট লেন্স-এর সুব্যবস্থা আছে। ৩। আধুনিক লেন্সোমিটার দ্বারা চশমার পাওয়ার চেকিং এবং প্রদানের সুব্যবস্থা আছে। এছাড়াও আমাদের চশমার ওপর লাইফটাইম ফ্রি সার্ভিসিং দেওয়া হয়। ৪। চক্ষু বিশেষজ্ঞ ডাক্তারবাবুরা যোগাযোগ করুন- ৮৯৬৭০২৮১০৬। ৫। আমাদের এখানে চশমার ফ্রেম এবং সমস্ত রকমের পাওয়ার গ্লাস হোলসেন এর সুব্যবস্থা আছে।

নিউ পি সি জুয়েলার্স
যশোহর রোড, বাটার মোড়, বনগাঁ

নিউ পি সি জুয়েলার্স ব্রাঞ্চ
বাটার মোড়, কুমুদিনী হাইস্কুলের বিপরীতে, লোকনাথ মার্কেটের দোতলায়

নিউ পি সি জুয়েলার্স বিউটি
মতিগঞ্জ হাটখোলা, বনগাঁ

সম্প্রীতি উৎসবে রক্ত দিলেন ৭১ জন

নীরেশ ভৌমিক ঃ অন্যান্য বছরের মতো এবারও স্বেচ্ছারক্তদান শিবির ও ছোটদের বসে আঁকো প্রতিযোগিতার মধ্য দিয়ে শুরু হল চাঁদপাড়ার অন্যতম গৌরবোজ্জ্বল সংঘ আয়োজিত বার্ষিক সম্প্রীতি উৎসব। এলেকায় যা 'জামাই ষষ্ঠির মেলা নামেই সুপরিচিত'। গত ৮ জুন মধ্যাহ্নে সংঘ আয়োজিত স্বেচ্ছা রক্তদান শিবিরে বনগ্রাম জে,আর, ধর মহকুমা হাসপাতাল ব্লাড ব্যাঙ্কের দায়িত্বশীল চিকিৎসক ডাঃ জি পোদ্দারের নেতৃত্বে স্বাস্থ্যকর্মীগণ মোট ৭১ জন রক্তদাতার রক্ত সংগ্রহ করেন। স্থানীয় বাসিন্দা ৫৯ বৎসর বয়সী শিশির চক্রবর্তী এদিন তার জীবনের ৬২ তম রক্ত দান করেন। এলেকার শুভবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষজন গ্রীষ্মের প্রচন্ড দাবদাহের সময়ে হাসপাতালের ব্লাড ব্যাঙ্ক গুলোতে রক্তের সংকট দূর করতে গৌরবোজ্জ্বল সংঘের সদস্যদের এই মহতী উদ্যোগকে সাধুবাদ জানান। ডাঃ পোদ্দার এক সাক্ষাৎকারে জানান, এদিনের সংগৃহীত সমস্ত রক্তই জরুরি চিকিৎসার প্রয়োজনে কলকাতার সাগর দত্ত হাসপাতালে প্রেরণ করা হবে।

এদিন সন্ধ্যায় উৎসব প্রাঙ্গনের আলোকজ্জ্বল মঞ্চে ১০ দিন ব্যাপী আয়োজিত সম্প্রীতি উৎসবের অনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন গাইঘাটা পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি ইলা বাক্চি, ছিলেন সমিতির পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ নিরুপম রায়, জেলা পরিষদ সদস্য অভিজিৎ বিশ্বাস, চাঁদপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের উপ প্রধান বৈশাখী বর, সমাজকর্মী সুভাষ রায়, শ্যামল বিশ্বাস, নরোত্তম বিশ্বাস, মনতোষ সরকার, রাজীব বিশ্বাস, মনতোষ সাহা প্রমুখ। ক্লাব সম্পাদক স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্য উত্তম সাহা উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানান।

এদিন মঞ্চ থেকে এবছরের মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় কৃতিত্বের অধিকারী এলেকার ৪ টি বিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ মার্কস প্রাপ্ত ১২ জন ছাত্র ছাত্রীকে বিশেষ সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। সেই সঙ্গে অংকন প্রযোগিতায় সফল প্রতিযোগীগণকেও পুরস্কৃত করা হয়। উপস্থিত বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ তাঁদের বক্তব্যে সুস্থ্য সংস্কৃতির প্রসারে গৌরবোজ্জ্বল সংঘের সদস্যগণের এই মহতী উদ্যোগের ভূয়সী প্রশংসা করেন। প্রতিদিন সন্ধ্যে থেকে মেলা ও মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে এলেকার বহু মানুষের সমাগমে উৎসব প্রাঙ্গন মুখরিত হয়ে উঠছে।

বৃক্ষচারা রোপন মধুসূদন কাটি সমবায়ের

নীরেশ ভৌমিক ঃ গত ৫ জুন নানা অনুষ্ঠান ও কর্মসূচীর মধ্য দিয়ে বিশ্বপরিবেশ দিবস পালন করে গাইঘাটার মধুসূদনকাটি সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি কর্তৃপক্ষ। এদিন সকালেই সমিতির সভাপতি বর্ষিয়ান কালিপদ সরকার সহ সমিতির কার্যকরি কমিটির সদস্যগণের উদ্যোগে এলেকার বিভিন্ন প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রাঙ্গনে অশ্বত্থ ও কিছু ফলের গাছ লাগানো হয়। এলেকার সাধারন মানুষজনের হাতেও বিভিন্ন ধরনের গাছের চারা তুলে দেওয়া হয়।

সমিতির সদস্যগণ প্রকৃতি এবং এলেকার প্রাকৃতিক পরিবেশকে স্বচ্ছ, সবুজ ও নির্মল করে তুলতে আরো বেশি বেশি করে গাছ লাগানোর আহ্বান জানান। কারন একটি গাছ এখন আর একটি প্রান নয়, একটি গাছ এখন অনেক প্রান। মানুষ সহ সমস্ত প্রানীদের বেঁচে থাকার প্রধান রসদ 'অক্সিজেন' জোগায় প্রকৃতির বৃক্ষরাজি। সমিতির সভাপতি অবসর প্রাপ্ত শিক্ষক কালিপদ বাবু জানান, এদিনের এই মহতী কর্মসূচীকে সার্থক করে তুলতে সমিতির সদস্য ছাড়াও সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেন, জীব বৈচিত্র সংগঠনের গোবরডাঙা শাখার সদস্যগণ। বৃক্ষচারা রোপন ও বিতরন সহ নানা কর্মসূচীর মধ্য দিয়ে মধুসূদন কাটি সমবায় সমিতি আয়োজিত এদিনের বিশ্ব পরিবেশ দিবস সমিতির পরিচালন কমিটির সদস্য মিলন কান্তি সাহা, হারান মণ্ডল, সঞ্জয় চক্রবর্তী বিশ্বজিৎ ঘোষ এবং স্বপন ঘোষ প্রমুখের আন্তরিক উদ্যোগে সার্থকতা লাভ করে।

চৌরঙ্গী ও কলরব এর কবি বন্দনা

নীরেশ ভৌমিক ঃ বিগত বছরগুলির মতো এবারও রবীন্দ্র নজরুল বন্দনার আয়োজন করে চাঁদপাড়ার চৌরঙ্গী ও কলরব সাংস্কৃতিক সংস্থার সদস্যগণ। গত ৮ জুন চাঁদপাড়া বাজারের চৌরঙ্গীতে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও বিদ্রোহী কবি নজরুল ইসলাম স্মরণ অনুষ্ঠানের শুরুতেই উপস্থিত বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ কবিদ্বয়ের প্রতিকৃতিতে ফুল মালা অর্পন করে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন। উপস্থিত বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গকে স্বাগত জানান চৌরঙ্গীর প্রান পুরুষ অজিত রায় ও কলরব এর সংস্কৃতি প্রেমী সম্পাদক গোবিন্দ কুন্ডু। বক্তব্য রাখেন অবসর প্রাপ্ত শিক্ষিকা মিনতী রায়, শিক্ষক সুভাষ রায়, সমাজকর্মী কপিল ঘোষ, মনিমালা বিশ্বাস ও সদস্য শতদল দেব প্রমুখ। কলরব এর নাট্যশাখা প্রযোজিত কবিগুরুর কাহিনী অবলম্বনে মজার নাটক বিনি পয়সার ভোজ উপস্থিত দর্শক সাধারনের মনোরঞ্জন করে। সব কিছু মিলিয়ে কথায় কবিতায়, সংগীত ও নৃত্যানুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে চৌরঙ্গী ও কলরব সাংস্কৃতিক সংস্থা আয়োজিত রবীন্দ্র নজরুল সন্ধ্যা বেশ মনোগ্রাহী হয়ে ওঠে।

Printer, Publisher & Owner **Utpal Mallick**, Published at Kalupur (Uttarpara, P.O.- Kalupur, P.S.- Bongaon, Dist.- North 24 Parganas, W.B. PIN- 743235 and
Printed at KUMAR PRESS at Tawbazar, Bongaon, North 24 Parganas, W.B., PIN- 743235 ☎ - **9232633899 / 9134228513 / 9647791986 / 8972800084**
e-mail.- sarbabhauma@gmail.com, Web- https://www.sarbabhaumasamachar.in Sub- Editor- **Haridas Golder** Editor- **Utpal Mallick**